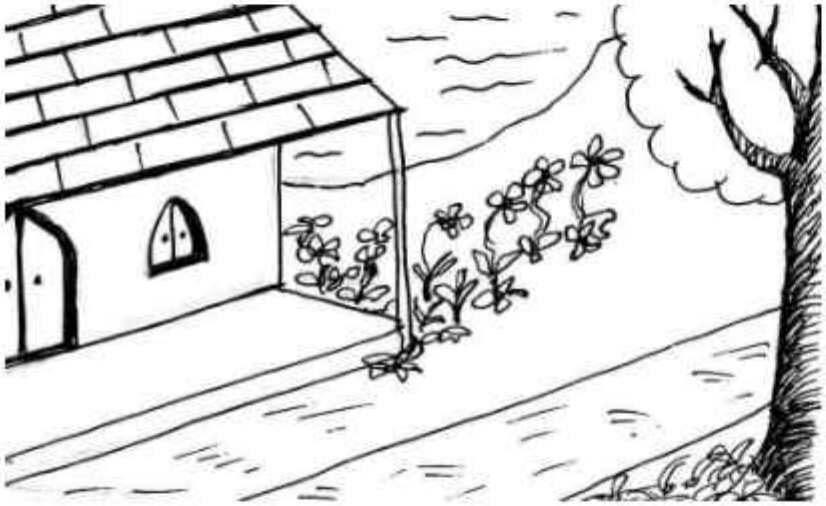

হাবিল কাবিল দুই ভাই

অনেক অনেক দিন আগের কথা। পৃথিবীতে তখন কেবল একটি পরিবারই বাস করত। সেই পরিবারে ছিল একজন পুরুষ আর একজন নারী। পুরুষের নাম আদম। নারীর নাম হাওয়া। তাঁদের দুজনের ছিল ছোট্ট একটি সুখের সংসার।

মহান আল্লাহর দয়ায় একসময় তাঁদের সংসারে জন্ম নিলো বেশ কয়েকজন সন্তান। সন্তানগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। অনেকগুলো ভাই-বোন মিলে তাদের সোনার সংসারে সুখের শেষ ছিল না।

হঠাৎ...! একদিন ঘটে গেল একটি ঘটনা। আমি তোমাদেরকে আজ সেই ঘটনাই শোনাব। সেই পরিবারের দুই ভাইয়ের ঘটনা।

এক ভাইয়ের নাম হাবিল, আরেক ভাইয়ের নাম কাবিল। হাবিল আর কাবিল দুই ভাই। একদিন আল্লাহ তাদের দুজনকে বললেন, আমার নামে কোরবানী দাও।

কোরবানীর অর্থ হলো, আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার নামে কোনো কিছু উৎসর্গ করা।

হাবিল-কাবিল দুই ভাই কোরবানী করার জন্য তৈরি হলো। দূর থেকে একটি কাক তাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছিল।

কাবিল ছিল খুবই কৃপণ। সে কিছু কাঁচা গম নিয়ে এলো। গমগুলো এখনো পুরোপুরি পাঁকেনি। বেশ সবুজ রয়ে গেছে।

হাবিল ছিল দানশীল। খুবই ভালো মানুষ সে। আল্লাহকে খুবই ভালোবাসত। সে বেশ মোটাতাজা নাদুসনুদুস একটি ভেড়া নিয়ে এলো। ভেড়াটি সে পাহাড়ের ওপর রেখে এলো। তারপর আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা জানাল, হে আল্লাহ, আপনি আমার কোরবানী কবুল করে নিন।

দোয়া করতে না-করতেই আকাশ থেকে নেমে এলো এক খণ্ড আগুন। আগুন এসে হাবিলের ভেড়াটি জ্বালিয়ে দিলো। যার অর্থ, হাবিলের কোরবানী কবুল হয়েছে।

অপরদিকে কাবিলের সেই কাঁচা গমগুলো আগের মতোই পড়ে রইল। হাবিল খুশিতে চিৎকার করে মহান আল্লাহর শুকরিয়া প্রকাশ করতে লাগল। হাবিলের এমন খুশি হিংসুটে কাবিল সহ্য করতে পারল না। তার মনের ভেতর হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। কাবিল হুঙ্কার দিয়ে বলল, হাবিল, তোমাকে আমি মেরে ফেলব।

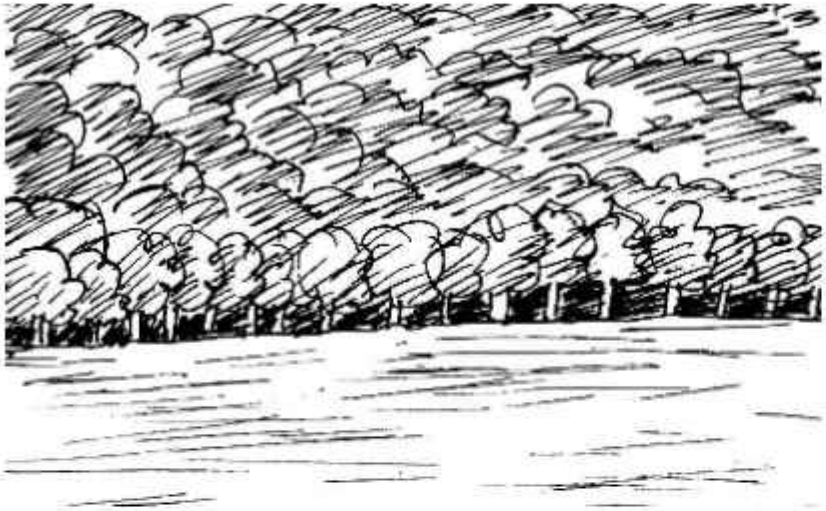

কাছেই ছিল একটি ঝোপ। সেখানে একটি গাধা মরে পড়ে ছিল। বনের প্রাণী আর শকুনের দল সেই মরা গাধাটি খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছিল। বাকি ছিল শুধু হাড় গোড়। সেগুলোও রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। তবে সেগুলো ছিল বেশ শক্ত।

হিংসুটে কাবিল সেখান থেকে একটি হাড় নিয়ে তার ভাই হাবিলের ওপর হামলে পড়ল। ফলে হাবিল আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

দূর থেকে সেই কাকটি পুরো ঘটনাটি দেখছিল। কাবিলের এমন নির্দয় কান্ডে কাকটি হতবাক হয়ে গেল। সে ভাবল, একজন ভাই হয়ে আপন ভাইকে এভাবে মারতে পারে!

প্রচণ্ড আঘাতে হাবিল মারা গেল। খুনি কাবিল বুঝতে পারছিল না, এই লাশ এখন সে কী করবে? উপায় খুঁজে না পেয়ে লাশটি কাঁধে নিয়ে সে বনে বনে ঘুরতে লাগল।

তোমরা তো জানোই যে, মরা প্রাণী শকুনের প্রিয় খাদ্য। তাই লাশের গন্ধ পেয়ে দলে দলে শকুন এসে জড়ো হলো। লাশের চারপাশে গোল হয়ে উড়তে লাগল শকুনের দল।

তখন আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। একটি মৃত কাক নিয়ে কাকটি উড়ে আসছে। কাকটি উড়ে উড়ে কাবিলের খুব কাছাকাছি চলে এলো। কাবিলের চোখ পড়ল এই কাকটির ওপর।

কাকটি কাবিলের কাছাকাছি এসে মরা কাকটি মাটির ওপর রাখল। তারপর ঠোঁট দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়তে লাগল। গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলে, মৃত কাকটি গর্তের ভেতর ফেলে, ঠোঁট দিয়ে মাটি ঠেলে দিতে লাগল।

কাকের এমন কৌশল দেখে কাবিল বুঝে ফেলল, এখন তার করণীয় কী? লাশ কীভাবে লুকাতে হয়, তা সে শিখে ফেলল। তখন কাবিল তার ভাইয়ের লাশ লুকানোর জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে তার বুক ফেঁটে হাহাকার বের হতে লাগল। দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কান্না ভেজা কণ্ঠে কাবিল চিৎকার করে বলতে লাগল, হায় আফসোস! আমি একটি কাকের সমান হতে পারলাম না। আমি কত বড় মূর্খ যে, নিজের ভাইয়ের লাশ

কিভাবে কবর দেবো, তাও আমার জানা নেই।

এভাবে সে অনুতাপ করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো কাক সেখানে জড়ো হলো। প্রথম কাকটি তখন তার নিজের ভাষায় পুরো ঘটনা অন্য কাকদের শোনাল। কাবিল কতটা দয়াহীনভাবে তার ভাইকে মেরেছে, কীভাবে মূর্খের মতো লাশ কাঁধে করে বনে বনে ঘুরে বেরিয়েছে।

কাকের দল সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে পড়ল। কাবিলের ওপর তাদের খুব ঘৃণা হলো। কাবিলকে লক্ষ করে তারা বলতে লাগল,

> কাবিল! তুমি তোমার আপন ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী করলে? এমন কাজ তুমি কীভাবে করতে পারলে?